রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, নভেম্বর ২১, ২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২২/২১ নভেম্বর, ২০১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ মোতাবেক ২১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:-

২০১৫ সনের ২৩ নং আইন

ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন**।—ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত "Registry Wing" শব্দগুলির পরিবর্তে "Unit" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৩। ২০০৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর দফা (ক) তে উল্লিখিত "তাকে" শব্দটির পরিবর্তে "থাকে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ২০০৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।—(১) উক্ত আইনের ধারা ১০ এর—

(ক) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "কোন পণ্য বা সেবা বাংলাদেশে নিবন্ধিত সুপরিচিত কোন ট্রেডমার্কের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ হইলে, উক্ত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে উক্তরূপ ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করা যাইবে না, যদি-" শব্দগুলি, কমাগুলি ও হাইফেনের পরিবর্তে "কোন পণ্য বা সেবার জন্য বাংলাদেশে নিবন্ধিত সুপরিচিত কোন ট্রেডমার্কের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ (similar) বা বিভ্রান্তিমূলকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ (confusingly similar) বা অনুরূপ কোন মার্ক (mark) বা ট্রেড বর্ণনা (trade description) এর অনুবাদ সহযোগে গঠিত ট্রেডমার্ক, অন্য যে কোন পণ্য বা সেবার জন্য নিবন্ধন করা যাইবে না, যদি,-" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি, কমাগুলি ও হাইফেন প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "ভোক্তা-সাধারণের" শব্দটির পরিবর্তে "ভোক্তা ও বিক্রেতা সাধারণের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। ২০০৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) ও (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) পক্ষগণের বক্তব্য এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করিয়া, নিবন্ধক—

(ক) কোন আবেদন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ ;

(খ) যুক্তিসংগত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যাখ্যান ; বা

(গ) যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ সংশোধন, পরিবর্তন, শর্ত বা সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন নিবন্ধক যদি, সংশোধন, পরিবর্তন, শর্ত বা সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, নিবন্ধনের অনুমতি প্রদান করা সমীচীন মনে করেন, তাহা হইলে সেই সকল সংশোধন, পরিবর্তন, শর্ত বা সীমাবদ্ধতা লিপিবদ্ধ করিয়া সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।";

(খ) উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত "১২০ (একশত বিশ)" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "৩৩০ (তিনশত ত্রিশ)" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০০৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "অধ্যাদেশ" শব্দটির পরিবর্তে "আইন" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "অধ্যাদেশ" শব্দটির পরিবর্তে "আইন" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০০৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১২০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "অধ্যাদেশের" শব্দটির পরিবর্তে "আইনের" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ড. মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd